চলতি বছরেই অসম থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার হতে পারে আফস্পা

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৬ অগস্ট: চলতি বছরের মধ্যেই অসমের সবক'টি জেলা থেকে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' বা আফস্পা প্রত্যাহার করা হবে। মঙ্গলবার ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে এ কথা জানালেন, সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'বর্তমানে অসমের আটটি জেলায় আফস্পা কার্যকর রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, চলতি বছরের মধ্যেই তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়া।'

মণিপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসার প্রেক্ষিতে হিমন্তের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জঙ্গি তৎপরতা মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীর হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিতে ১৯৫৮ সালে আফস্পা আইন জারি করেছিল কেন্দ্র। গত বছরের গোড়া পর্যন্ত উত্তর-পূর্বে এখন গোটা অসম, নাগাল্যান্ড, রাজধানী ইম্ফল বাদে মণিপুরের বাকি এলাকা ও অরুণাচলের তিন জেলায় আফস্পা বলবৎ ছিল। এর পর ধাপে ধাপে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের পর্ব শুরু করে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

গত বছর এপ্রিলে অসমের ২৪টি জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল ওই আইন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরে গিয়ে বলেছিলেন, 'অসম তথা উত্তর-পূর্বে নাশকতা উল্লেখ যোগ্যভাবে কমেছে। উন্নত হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। তাই অসমের অধিকাংশ জেলা, নাগাল্যান্ড, এবং মণিপুরের বিভিন্ন অংশে আফস্পা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, উত্তর-পূর্বের যে সব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বা নাশকতার সমস্যা নেই, সেই এলাকাগুলি থেকে পর্যায়ক্রমে আফস্পা তুলে নেওয়া হতে পারে।

বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে 'সদৈব অটল'-এ শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৬ অগাস্ট: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি এদিন টুইটারেও বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানান মোদি।

বুধবার সকালে দিল্লির অটল সমাধিস্থলে গিয়ে মোদি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পুষ্পস্তবক দিয়ে। তিনি ও রাষ্ট্রপতি ছাড়াও শ্রদ্ধা জানান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দত্তক কন্যা নমিতা কল ভট্টাচার্যও। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিজেপি নেতৃত্ব ছিলেন। পাশাপাশি যাঁরা সদ্য এনডিএ জোটে গিয়েছেন যেমন, এনসিপি ছেড়ে আসা প্রফুল্ল প্যাটেল, অজিত পাওয়ার, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতেন রাম মাঝি ছিলেন। আবার আপনা দল-এর নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রধান সুদেশ মাহাত, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সাংসদ আগাথা সাংমা, তামিল মানিলা কংগ্রেসের প্রধান জি.কে ভাসানকেও 'সদৈব অটল'-এ দেখা যায়। এছাড়া জেডি (ইউ) প্রধান তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এদিন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে 'সদৈব অটল'-এ যান।

বিরোধী শিবির 'ইন্ডিয়া' জোটকে বিশেষ বার্তা দিতে এদিন বিজেপি 'সদৈব অটল' মঞ্চ বেছে নেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'অটলজি কোটি-কোটি হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন। বেশ কয়েকটি প্রজন্ম তাঁর থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে জোটের সংখ্যা বেড়েছে। আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা একসঙ্গে নির্বাচনে লড়াই করব এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি জিতবেন।'

এদিন মোদিকে টুইট করতে দেখা যায়, 'আমি ভারতের ১৪০ কোটি জনের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই পুণ্য তিথিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি অবিস্মরণীয় অটলজিকে। তাঁর নেতৃত্বের সুফল দারুণ ভাবে পেয়েছে ভারত। দেশের প্রগতিতে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এবং বিবিধ ক্ষেত্রে তাকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

শাহী ইদগাহের পাশে উচ্ছেদ অভিযানে স্থগিতাদেশ সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: মথুরায় 'কৃষ্ণ জন্মভূমি' বা শাহী ইদগাহ মসজিদের আশপাশে আগামী ১০ দিন কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

মথুরার বিতর্কিত ইদগাহ মসজিদ চত্বরের আশপাশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযান শুরু করেছিল রেল। ওই এলাকার অন্তত ৩ হাজার বাসিন্দাকে উচ্ছেদ করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। বুধবার সেই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ উচ্ছেদ অভিযানের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। আপাতত ১০দিন ওই এলাকায় কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। এক সপ্তাহ পরে এই মামলার আবার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙার প্রতিবাদে মামলা দায়ের হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। রেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আদালত বন্ধ থাকার দিন বুলডোজার দিয়ে অন্তত ১০০টি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। আবেদনকারীদের আইনজীবী দাবি করেন, এখনও ওই এলাকায় ৭০-৮০ টি বাড়ি অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আশপাশের অন্য বাড়িগুলি ধ্বংস হওয়ার কারণে সেগুলির উপরেও প্রভাব পড়েছে। যেহেতু আদালত বন্ধ থাকার দিনে উচ্ছেদ অভিযান হয়েছিল তাই এই বিষয়টিতে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেন আবেদনকারীরা।

বুধবার শুনানির পরেই শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, আগামী ১০ দিনের জন্য মসজিদ এলাকায় সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। কেন্দ্রকেও নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত। আগামী সপ্তাহে ফের এই মামলার শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিকদের একাংশের দাবি মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদ এলাকাটি আসলে ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান। এই দাবিতে আদালতে মামলা চলছে।

উপত্যকায় জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল

উচ্ছ্বসিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উড়ছে জম্মু-কাশ্মীরের নানা জায়গায়। বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন উপত্যকার সাধারণ মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় পদযাত্রাও হয়েছে। এতে উচ্ছ্বসিত জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিং। একটি সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'শ্রীনগরে জাতীয় পতাকা নিয়ে পদযাত্রাই প্রমাণ করছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে সমগ্র উপত্যকা।' প্রধান বিচারপতির সংযোজন, 'শান্তি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গত ২ বছরে কাশ্মীর যে অনেকটাই এগিয়েছে, তা প্রমাণিত।' প্রধান বিচারপতি বলেন, এ ভাবেই এই সুন্দর জায়গা এবং এখানকার মানুষ এগিয়ে চলুন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কাশ্মীরের লালচক পদযাত্রায় অংশ নেন জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি বিরাজ করছে এখন। যে ধরনের কার্যকলাপ চলছে, তাতে আমি নিশ্চিত যে, আমরা ভাল ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি। দেশের স্বাধীনতা উদযাপনে উপত্যকার মানুষ অংশ নিচ্ছেন, এটা সবার জন্য ভাল ইঙ্গিত।' প্রধান বিচারপতির দাবি, এখন উপত্যকায় প্রচুর পর্যটক আসছেন। তাঁদের ভিড় লেগেই আছে। এবং মানুষ ভয়ডরহীন ভাবে জম্মু-কাশ্মীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেড়ানোর শেষে খুশি মনে বাড়ি ফিরছেন।

আসলে স্বাধীনতা দিবসের জম্মু-কাশ্মীর মানেই নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি দেখা গিয়েছে। এমনকী, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রেও বহু বিধিনিষেধ থাকত। সেখানে জাতীয় পতাকা নিয়ে পদযাত্রার কথা ভাবাই যেত না। এ বার সেই ছবির বদল চোখে পড়েছে। বস্তুত, ২০১৯ সালের অগস্টে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের পর সেখানে অবস্থা স্বাভাবিক বোঝাতেই উপত্যকা জুড়ে এই বিশাল পতাকা উত্তোলনের আয়োজন হয়।

কোটায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত, চলতি বছরে মৃত ২২

মঙ্গলবার গভীর রাতে আত্মঘাতী হন আইআইটি প্রবেশিকার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরও এক পড়ুয়া! দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিশ। চলতি মাসে এই নিয়ে চতুর্থ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল কোটায়। ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর আঠারোর মৃত ছাত্রের নাম বাল্মীকি জঙ্গীদ। তিনি বিহারের গয়ার বাসিন্দা।

কোটা, ১৬ অগস্ট: রাজ্য সরকারের একাধিক পদক্ষেপের পরেও মৃত্যুমিছিল অব্যাহত রাজস্থানের কোটায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে আত্মঘাতী হন আইআইটি প্রবেশিকার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরও এক পড়ুয়া। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিশ। চলতি মাসে এই নিয়ে চতুর্থ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল কোটায়। ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর আঠারোর মৃত ছাত্রের নাম বাল্মীকি জঙ্গীদ। তিনি বিহারের গয়ার বাসিন্দা। কোটার কোচিং সেন্টারে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। লক্ষ্য ছিল আইআইটিতে ভর্তি হওয়া। বছর খানেক আগেই কোটার মহাবীর নগর এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেন বাল্মীকি।

চলতি বছরের পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত ২২ জন পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন কোটায়। আইআইটি থেকে শুরু করে মেডিক্যাল, একাধিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে কোটায় যান মেধাবী পড়ুয়ারা। কিন্তু তারপরেই একের পর এক পড়ুয়ার আত্মঘাতী হওয়ার খবর মেলে। গত মাসেই উত্তরপ্রদেশের রামপুরের আরও এক পড়ুয়া মেডিক্যালের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আত্মঘাতী হন। লক্ষ্য ছিল ভারতের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটিতে সুযোগ করে নেওয়া। সেই কারণেই কোটার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন। মাস দুয়েক আগেই কোটায় এসেছিল সে।

কোটার কোচিং সেন্টারগুলির কথা মাথায় রেখে বিশেষ আইন আনার কথা ভাবছে রাজস্থান সরকার। পাশাপাশি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার আগেই একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। ওই পরীক্ষায় পরখ করা হবে, নির্দিষ্ট ছাত্রটি আদৌ পরবর্তী কঠিন পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে তৈরি কিনা।

কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ সহ্য না করতে পেরে উত্তর কোরিয়ায় পালাল মার্কিন সেনা

ওয়াশিংটন, ১৬ অগস্ট: মার্কিন ফৌজে চরমে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ! সেনায় বৈষম্য ও অমানবিক আচরণ সহ্য করতে না পেরেই নাকি পালিয়ে এসেছেন ইউএস আর্মির সদস্য ট্রাভিস কিং। এমনটাই দাবি করেছে উত্তর কোরিয়া।

গত জুলাই মাসে সাউথ কোরিয়া সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ায় ঢুকে পড়েন মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য ট্রাভিস কিং। কমিউনিস্ট দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ সূত্রে খবর, আপাতত বছর তেইশের ওই মার্কিন সেনাকে হেপাজতে নিয়েছে উত্তর কোরিয়ার সেনা। জেরায় কিং নাকি জানিয়েছেন, মার্কিন ফৌজে চরমে পৌঁছেছে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ। সেনায় বৈষম্য ও অমানবিক আচরণ সহ্য করতে না পেরেই তিনি পালিয়ে এসেছেন। কেসিএনএ-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'উত্তর কোরিয়ায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চেয়েছেন ট্রাভিস কিং। বৈষম্যে পূর্ণ মার্কিন সমাজে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে।'

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, ট্রাভিস কিং হেপাজতে রয়েছে বলে এই প্রথম সরাসরি স্বীকার করল উত্তর কোরিয়া। তবে গত মাস থেকেই এনিয়ে তুমুল চাপানউতোর চলছে পিয়ংইয়ং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে। কিংকে মুক্ত করানোর চেষ্টা করলেও পথ যে সহজ নয় তা বুঝতে পেরেছে বাইডেন প্রশাসন। পেন্টাগনের এক মুখপাত্রের কথায়, আমরা তাঁকে (ট্রাভিস কিং) নিরাপদে ফেরানোর চেষ্টা করছি। এখন এটাই আমাদের লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, সীমান্ত পেরনোর আগে ফৌজের নির্দেশ মোতাবেক দক্ষিণ কোরিয়ায় মোতায়েন ছিলেন ট্রাভিস কিং। তবে সে দেশে মারামারির একটি ঘটনায় তাঁকে দু'মাস জেলে থাকতে হয়েছে। আমেরিকায় ফিরে কিংকে অনুশাসন ভঙ্গের মামলার মুখোমুখি হতে হত। কিন্তু তাঁর আগেই সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কোরিয়া চলে যান কৃষ্ণাঙ্গ ওই সেনা।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে মিনিয়াপোলিসের পুলিশ আধিকারিক ডেরেক শভিনের হাঁটুর চাপে প্রাণ হারান কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড। এর পরই গোটা বিশ্বে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন শুরু হয়। সেই চাপে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের ২০ বছরের জেল হয়। বিশ্লেষকদের মতে, পরোক্ষে সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে মার্কিন সেনার অন্দরে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছে কিমের দেশ।

ইসলামি ব্যবস্থার বিরোধিতার প্রোপাগান্ডা, পরিচালক ও প্রযোজকের ছয়মাসের জেল

তেহরান, ১৬ অগস্ট: কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছিল তাঁর সিনেমা। সমালোচকদের পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু সেই সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজককে ছয়মাসের জন্য জেলে পাঠাল ইরানের প্রশাসন। কারণ ইসলামি ব্যবস্থার বিরোধিতার 'প্রোপাগান্ডা' ছড়িয়েছে এই ছবি। প্রসঙ্গত, গত বছর মুক্তি পেয়েছিল লেইলা'স ব্রাদার্স নামে এই ছবিটি। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরেই গোটা দেশে নিষিদ্ধ হয় লেইলা'স ব্রাদার্স।

ইরানের রাজধানী তেহরানে সাংঘাতিক অর্থকষ্টের মধ্যে একটি পরিবার জীবনযাপন করে, সেই ছবি তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায়। সইদ রুস্তাই নামে এক পরিচালকের ছবিটি ২০২২ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত হয়। সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে একটি পুরস্কারও জেতে এই ছবি। কিন্তু ছবির বিষয়বস্তুকে একেবারেই ভালো চোখেনি ইরানের প্রশাসন। গোটা দেশে ছবিটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে দেখানো হয় লেইলা'স ব্রাদার্স। এহেন পরিস্থিতিতে ছবির পরিচালক রুস্তাই ও প্রযোজক জাভাদ নরুজবেগির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনে ইরানের প্রশাসন। রাষ্ট্রের অনুমতি না নিয়েই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ছবি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে দু'জনের বিরুদ্ধে। তাছাড়াও দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সুপারিশ অনুযায়ী ছবিতে কাটছাঁট করেননি ছবির পরিচালক। এই ছবিতে ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়ানোরও অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন পরিচালক ও প্রযোজক।

বুধবারই জানা যায়, ইসলাম বিরোধী আচরণের শাস্তি হিসাবে ছয়মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে দু'জনকে। তবে এই শাস্তির পুরো মেয়াদ গারদের ভিতরে থাকতে হবে না তাঁদের। আপাতত ন'দিনের জন্য তাঁদের জেলে পাঠানো হবে। তারপর পাঁচ বছরের জন্য সাসপেন্ড থাকবেন তাঁরা। সেই সময়ের মধ্যে ফিল্মমেকিং নিয়ে বিশেষ কোর্স করতে হবে তাঁদের। দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে ছবি বানানো শিখতে হবে। এছাড়াও অন্য কোনও পরিচালক বা প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না তাঁরা।

লিঙ্গবৈষম্য রুখতে ৪০টি শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একাধিক শব্দ আর ব্যবহার করা যাবে না আদালতে। মহিলাদের পক্ষে অসম্মানজনক শব্দও আদালতে উল্লেখ করা যাবে না। আইনি ভাষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে নয়া পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার নতুন হ্যান্ডবুক প্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, আগে বহুবার সুপ্রিম কোর্টে এই শব্দগুলি মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪০টি শব্দ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

নিষিদ্ধের তালিকায় রয়েছে প্রস্টিটিউট, হোর, হুকার, মিসট্রেস-এর মতো দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িত শব্দ। তাছাড়াও যৌন হেনস্তা ও ধর্ষণের ক্ষেত্রেও মহিলাদের অসম্মানজনক শব্দ উল্লেখ করা যাবে না। কোনও মহিলার সতীত্বের বিবরণও দেওয়া যাবে না আদালতে। কোনও মহিলাকে ভারতীয় বা পশ্চিমি হিসাবে আলাদা করে অভিহিত করা যাবে না, সকলকেই শুধুমাত্র মহিলা বলে সম্বোধন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে প্রকাশিত নতুন হ্যান্ডবুকে এমন ৪০টি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যবহৃত হবে না। সেখানে রয়েছে পরকীয়া, মেয়েলি, বাধ্য স্ত্রী, হরমোনাল শব্দগুলি।

বুধবার এই হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। গত মার্চ মাসেই লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দের ব্যবহার নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি। নতুন হ্যান্ডবুক প্রকাশ করে চন্দ্রচূড় বলেন, 'এই শব্দগুলি একেবারেই অনৈতিক। মহিলাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেকোনও সাধারণ মানুষের মতোই বিচারকরাও নিজেদের অজান্তেই লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন। কিন্তু সেই ভুলের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকতে পারে।'

তবে প্রধান বিচারপতি জানান, পূর্ববর্তী বিচারপ্রক্রিয়া বা তার রায়ের বিচার করা এই হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে বিচারপ্রক্রিয়ায় যেভাবে লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ ব্যবহার হয়েছে, সেটাই তুলে ধরবে এই হ্যান্ডবুক। বিচারপতিরা যদি সঠিক বিচারও করেন, তাহলেও তাঁদের শব্দপ্রয়োগের কারণে সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ছড়াতে পারে।

ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত মায়ানমার, ভূমিধসে মৃত অন্তত ২৫

নেইপেইদ, ১৬ অগস্ট: ভয়াবহ ভূমিধস মায়ানমারের খনিতে। যার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৫ জন। নিখোঁজ ১৪। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা উদ্ধারকারী দলের।

গত কয়েকদিন ধরেই ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত মায়ানমার। বিভিন্ন অঞ্চলে হড়পা বান, ভূমিধসের মতো বিপর্যয় ঘটেছে। এর আগে কাচিনের হাপাকান্ট এলাকা থেকেও ভূমিধসের খবর মিলেছিল। এবার জানা গেল, সেখানকার এক জেডপাথরের খনিতেও ধস নেমেছে। জানা গিয়েছে, যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে তখন খনিতে বহু শ্রমিক কাজ করছিলেন। এখনও পর্যন্ত ২৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সংবাদ সংস্থার এক উদ্ধারকর্মী জানান, আমরা ২৫ জনের দেহ উদ্ধার করেছি। এখনও ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে।

উল্লেখ্য, মায়ানমারের উত্তরাংশ জেডপাথর-সহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। মূল্যবান কাঠ, সোনা এখানে পাওয়া যায়। সে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে এই খনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক সময় এই অংশের দখল নিতে গৃহযুদ্ধও বেঁধেছিল। প্রসঙ্গত, অতীতেও মায়ানমারে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালের নভেম্বরে ধসের জেরে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১১৩ জন। ২০২০ সালের জুলাইয়ে একই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ১৬২ জনের।

সংশোধনী

গত ১৫.০৮.২০২৩ -এ প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড -এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলে ক্রম নং ৮ শেয়ার প্রতি আয় -র অন্তর্গত ক) মৌলিক ও খ) মিশ্রিত -এর দ্বিতীয় কলামে (তিন মাস সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ (নিরীক্ষিত)) (১.১৪) ও (১.১৪) -এর পরিবর্তে যথাক্রমে "(০.১৪)" ও "(০.১৪)" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No.- 07/2023-24
Memo No. 2265/GM Dated : 16.08.2023
1st call for e-NIT 07/2023-24 is invited by this Municipal Authority for different development works in different wards under Guskara Municipality. **Last Date of Submission of e-tender is 11.09.2023 up to 12.00 P.M.** for details visit **www.wbtenders.gov.in, http://www.guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

Press Notice

Tenders are hereby invited for execution 14 nos. different schemes on Plantation under Kumari & Chaka Deorang Watershed **(WDC2.0/ 08/ 2021-22), Puncha Block in the district of Purulia.** For details, please contact/visit office of the PIA Kumari & Chaka Deorang Watershed, Puncha. Last date of Tender Paper submission is **25-08-2023 till 2 P.M.**
Memo No. 86/PIA WDC2.0/08/2021-22
Sd/-
Assistant Director of Agriculture Puncha Block
& PIA, Kumari & Chaka Deorang

OFFICE OF THE
TENTULIA GRAM PANCHAYAT
P.O-TENTULIA DIST:- MURSHIDABAD
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
CORRIGENDUM

As per decision of the Tender Inviting Committee, the partial modification of below mentioned NIeTs for last date & time of bid submission will be given below.

1) NIeT 001/23-24/UNTIED/TGP	Memo-338/TGP	DATED 04/08/2023
2) NIeT 002/23-24/TIED/TGP (2ND CALL)	Memo No.-339/TGP	DATED 04/08/2023
3) NIeT 003/23-24/TIED/TGP (2ND CALL)	Memo No.-340/TGP	DATED 04/08/2023
4) NIeT 004/23-24/UNTIED/TGP	Memo No.-341/TGP	DATED 04/08/2023
5) NIeT 005/23-24/TIED/TGP	Memo-342/TGP	DATED 04/08/2023

1. Date& Time Schedule :-
i) Last Date & Time of Bid submission for **NIeT-001,002,003,004 - Upto 24/08/2023 up to 17:00,** Date of Technical Bid Opening :- **25/08/2023**
ii) Last Date & Time of Bid submission for **NIeT-005 - Upto 04/09/2023 up to 17:00, Date of** Technical Bid Opening- **05/09/2023**
All others term & condition will be remain same.

Prodhan
Tentulia G.P.
M-J Block, Murshidabad